ধানের *বিভিন্ন রোগ ও পোকার সম্পূরিত প্রতিকার ব্যবস্থা* :

চাষ শুরুর আগে

১) রোগ ও পোকা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা তৈরি করা

২) ধানের ক্ষেতের বন্ধু পোকাদের পরিচিতি, তাদের উপকারিতা ও সংরক্ষন করা

৩) শস্য পর্যায় অবলম্বন করা: কমপক্ষে ২ বছরে একবার ডাল জাতীয় শস্য বা সবুজ সারের (ধঞ্চা) চাষ করা

৪) মাঠে যতটা সম্ভব জৈব সার প্রয়োগ করা বা সবুজ সারের (ধঞ্চা) চাষ করা

৫) বোগ ও পোকার প্রাদুর্ভাব অনুসারে সহনশীল জাতের নির্বাচন

৬) বীজ শোধন জরুরি (স্পেটটোসাইক্লিন ৫ গ্রাম ১০ লি জলে/ কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম /কেজি ৮ ঘন্টা)

৭) টানা বীজতলা তৈরি না করে ভাগে ভাগে তৈরি করুন

বীজতলা তৈরি থেকে ধান রোপন :

১) বীজতলায় যতটা সম্ভব জৈব সার প্রয়োগ করা

২) বীজতলা শোধন : চারা তোলার একসপ্তাহ আগে দানা জাতীয় কৃষিবিষ বা স্প্রে করতে হবে

৩) মুল জমিতে সুষম হারে সারের প্রয়োগ (৬০:৩০:৩০ বা ৮০: ৪০:৪০ এন : পি : কে) করতে হবে, অত্যধিক হারে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করা চলিবে না

ধান রোপন থেকে কচি থোড় :

১) রোপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে একবার ও ৩০-৩৫ দনের মধ্যে আর একবার নিড়ানি দেওয়া ও আগাছা পরিস্কার করা ও মাটি ঘেঁটে দেওয়া

২) চাপান হিসাবে শুধু নাইট্রোজেন ঘটিত সার না দিয়ে তার সাথে পটাশ ঘটিত সারের প্রয়োগ করা

৩) রোপন করার ১৫ দিন পরপর মাঠের কোনাকুনি দশবার পোকা ধরার জাল দিয়ে শত্রুপোকা ও বন্ধুপোকার অনুপাত ও গতিপ্রকৃতির উপর নজর রাখা

৪) পাখিবসার জন্য প্রতি বিঘায় ৫-৬ টি শুকনো গাছের ডাল বা বাঁশ পাখি বসার দাঁড় পুতে দেওয়া

৫) ফেরোমোন ফাঁদের ব্যবহার (মাজরা পোকা)

৬) সকালের দিকে কেরোসিন সিক্ত দড়িটানা (পামড়ী পোকা ও ঝলসা)

৭) চাপান সার প্রয়োগের সময়ের হেরফের ঘটানো

৮) আলোক ফাঁদের ব্যবহার (টায়ার পোড়ানো)

৯) কৃষিবিষ প্রয়োগের মাত্রা, সময় ও জলের পরিমান সঠিক হওয়া উচিৎ

কচি থোড় থেকে ধান কাটা :

১) ধানের শিষ বের হওয়ার আগে জংলি ধানের শিষ গুলি তুলে নিতে হবে

২) গন্ধিপোকার জন্য বিষটোপের ব্যবহার (শামুক বা মুরগির নাড়িভুড়ি সাথে গন্ধহীন ও বর্নহীন কৃষিবিষ মেশাতে হবে)

৩) ৪-৭ দিন অন্তর মাঠ প্রদক্ষিন করতে হবে প্রয়োজনে কৃষিবিষ প্রয়োগ করতে হবে